NOV. 30 2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক সংবাদ

2117

“ছাত্রছাত্রীরা এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ॥ আমার করার কিছুই নেই”

বগুড়া থেকে মো. নজমুল হুদা নাসিম ঃ ২৭শে নভেম্বর বেলা ১১টা। কাহালু ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র। চলছিল মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা। অধ্যক্ষের কক্ষে তার সাথে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) খোশগল্পে মত্ত। সারা কেন্দ্রে পিন পতন নিস্তব্ধতা। কেন্দ্রের চারদিকে কঠোর নিরাপত্তা। প্রতিটি কক্ষের দরজায় শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে চলছে প্রকাশ্যে নকল। কেন্দ্রের কিছুটা দূরে দুটি ফটোস্ট্যাট মেশিন ব্যস্ত নকল ছোট করার কাজে। বিশেষ কায়দায় কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে সেসব প্রশ্নোত্তর।

কথা হলো অধ্যক্ষ সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হোসেন আলীর সাথে। নকল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ প্রতিনিধিকে জানালেন, 'ছাত্রছাত্রীরা এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমার কিছু করার নেই।'

এ সময় অধ্যক্ষ দুজন শিক্ষককে পৌনে দুটোর দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার নির্দেশ দিলেন। এরপরেও পুরো কেন্দ্রে ঘুরে দেখা গেল করুণ চিত্র। সাংবাদিকদের দেখে কর্তব্যরত শিক্ষক সংকেত দেয়ার পরও পরীক্ষার্থীরা কোন তোয়াক্কা না করেই নির্ভয়ে নকল করছে। অন্য একটি কক্ষে দেখা গেল 'চমৎকার' ঘটনা। নকল করতে থাকা এক পরীক্ষার্থীর খাতা কেড়ে নিলেন এক শিক্ষক। তারপর সাংবাদিকরা সরে যেতেই শিক্ষকের হাত থেকে খাতাটি নিয়ে আবার নকল করতে শুরু করলো ওই পরীক্ষার্থী।

পরে কাহালু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তোফাজ্জল হোসেন ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম ফেরদৌস আলমের সাথে তাদের কার্যালয়ে দেখা করলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যেভাবে নকল চলছে তাতে আমাদের পক্ষে প্রতিরোধ করা অসম্ভব। এরপরেও আজ ৬ জনসহ গত ৩ দিনে ২৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কমিশনারের ধারণা, পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত ৫০ জনের মতো বহিষ্কৃত হবে।